ডঃ তৌফিক হামিদ এবং আলী সিনা

ডঃ তৌফিক হামিদ তার আর্টিকলের টাইটলে লিখলেন, "**It is time to admit it".**

অথচ আলী সিনা (http://www.faithfreedom.org/) তার নিজের নোটে লিখে দিলেন, "**Dr. Tawfik Hamid Leaves Islam".**

ডঃ হামিদ তার আর্টিকলের কোথাও ধর্ম ত্যাগ করার কথা উল্লেখ করেন নাই। বরং তার পার্সোনাল ওয়েব পেজে (http://www.thamid.com/) যেয়ে তো অন্য রকম সিনারিও দেখলাম। উৎসাহী পাঠক তার ওয়েব সাইট পড়ে দেখতে পারেন। মুসলিম-জিউস Hatred এর উৎস সম্বন্ধে ভালো তথ্য পেতে পারেন। এখানে তার নিজের কিছু কথা তুলে ধরছিঃ

"We recognize that there is a major threat to our civilization and humanity from current Islamic teaching."

"We admit that the current teaching of Islam in many areas of the world (including the West) promotes violence. This can only produce either active terrorists, or passive terrorists. Passive terrorists are those who remain silent, but support the terrorists in their heart."

"We feel that it is our obligation toward mankind, including Muslims, to expose those ways that have been suppressed for centuries."

"We will try to find an end to the Arab/Israeli conflict based on the Quran. This will give a new dimension of thinking to those Muslims who claim that they follow the Quran and hopefully assist to end the blood shed in the holy land."

"We have decided that we will expose the lies of many Muslim Mullahs about Israel & the Jews. We will present the truth about them EVEN if it is against our traditional upbringing. The Quran has told us that "we should tell the truth even if it is against ourselves, or our parents, or our relatives and community" An-Nisa [4:135])."

"We believe in the Quran in its entirety."

"We pray that love, peace, tolerance, and truth ultimately prevail."

ডঃ হামিদ ধর্ম ত্যাগ করেছে বলে মনে হয় কি? কেহ কি নিশ্চিৎ করে বলতে পারবেন?

আলী সিনা তার কিছু লেখাতে কাউকে কাউকে উপদেশ দিতে যেয়ে বলেছেন, ‘‘I do not see any problem if you embrace/believe in Christianity, Hinduism, Buddhism, etc (exact wording টা মনে নেই)’’. এ কি কোন কিছুর সফ্ট সেলার নাকি! আলী সিনা Christianity/Hinduism এ কোন সমস্যা দেখছে না। আলী সিনা ইচ্ছা করেই অতীত ইতিহাস ভুলে যাচ্ছে। আর Christianity/Hinduism এর বর্তমান ইতিহাসই বা খুব ক্লিন কি? সেটাও পৃথিবীবাসি দেখছে।

যাইহোক, কিছুদিন আগে বি.বি.সি. ওয়ার্লড সার্ভিসের নিউজ শুনছিলাম। ওয়ার্লড সার্ভিসের একজন সাংবাদিক আমেরিকা/বৃটেনের কোন এক রিলিজিয়াস স্কুলের একজন শিক্ষকের সাক্ষাতকার নিচ্ছিলেন। শিক্ষক দাবি করছেন যে তাদের স্কুলে বিজ্ঞান পড়ানো হচ্ছে। অথচ সাংবাদিক কিছু ক্লাশ ভিজিট করে দেখলেন যে সেখানে বাইবেলের স্লক ছারা আর কিছুই পড়ানো হয় না! ক্রিয়েশান সম্বন্ধে বাইবেলে বর্ণিত সেই আদম-হাওয়ার কেচ্ছা কাহিনী পড়ানো হচ্ছে! সাংবাদিক সেই শিক্ষককে জিজ্ঞেস করলেন, ‘‘আপনি বললেন বিজ্ঞান পড়ানো হচ্ছে, অথচ আমি দেখছি এগুলো সব বাইবেলের ক্লাশ!’’ উত্তরে সেই ‘শিক্ষক’ যা বললেন তার মর্মার্থ্য এরকমঃ বাংলাদেশের একদম অজ-পাড়া-গাঁয়ের ‘কিছু মূর্খ মানুষ’ যারা সকাল বেলা পান্তা ভাত খেয়ে লাংগল-জোঁয়াল কাঁধে নিয়ে ক্ষেতে যায় এবং সারা দিন ক্ষেতে কাজ করে সন্ধ্যা বেলা বাড়ি ফিরে দু’মুঠো খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে তারাও ঐ ‘শিক্ষকের’ কথা শুনে হয়তো মুচকি মুচকি হাসবে আর মনে মনে বলবে ‘ব্যাটা মূর্খ না কিরে’! বিশ্বাস করেন, বাংলার গ্রামে-গঞ্জে এরকম কিছু মানুষ আছে। আর, আরজ আলী মাতব্বরের মতো ‘চাষা ভূষা’ মানুষ যদি শুনতেন তাহলে আমি সিওর তিনি হার্টফেল করতেন! আমি অতি সামান্য এবং একটি মাত্র উধৃতি দিচ্ছি। ওনি বলেছেন, ‘‘এই পৃথিবীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যা কিছু ঘটেছে, যা কিছু ঘটছে, এবং যা কিছু ঘটবে তার সবকিছুই বাইবেলে লিখা আছে! বাইবেল হইলো বিজ্ঞানের বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের এমন কিছু নেই যেটা বাইবেলে লিখা নেই!’’ পাঠক এখন বুঝে নিন, সেই ‘শিক্ষক’ বাইবেল সম্বন্ধে আরো কি বলতে পারেন।

ইন্টারেস্টিংলি, আমার লিখা যখন এ পর্যায়ে তখন faithfreedom.org এ আবার ক্লিক করে দেখি ডঃ তৌফিক হামিদের লিঙ্ক উধাও! ডিজঅনেস্টি, বুঝাই যায়। ভাবছি ‘অনেস্ট’ মানুষের সন্ধান কবে পাবো! আরো কিছু লিখার ইচ্ছা থাকলেও আজকে এখানেই স্টপ করতে হচ্ছে!

ধন্যবাদ।

রায়হান।